শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৭.০৪.০৮২.১৯-৪১৮ তারিখঃ ০৪ ভাদ্র ১৪২৬ / ১৯ আগস্ট ২০১৯

বিষয়: মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১৬৯০/২০১৯ মামলায় গত ০৩.০৩.১৯ খ্রি. তারিখের আদেশের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে মতামত প্রদানসহ মূল রিট মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ।

সূত্র:
(১) মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১১১.৩৩.০২৬.২০১৯-৪৮৬/৪ তারিখ: ২৬.০২.১৯ খ্রি.।
(২) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৩১.১৭(অংশ-১)-৪২৫ তারিখ: ০৯.১১.১৮ খ্রি.।
(৩) মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.২৩৪.১৭-৭৩ তারিখ: ০৯.০১.১৯ খ্রি.।
(৪) মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১১১.৩৩.০২৬.২০১৯-৩৭২/৪ তারিখ: ২৩.০৬.১৯ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, জনাব মো: নজরুল ইসলাম, সুপার, আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়, সিংড়া, নাটোর ও অপর ০৬ জন ট্রেড ইন্সট্রাক্টর জাল-জালিয়াতি করে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে এমপিওভুক্ত হয়েছেন মর্মে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় TMED কর্তৃক সূত্র (২) মূলে তাঁদের এমপিও স্থগিতকরণসহ গৃহীত অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য DG, মাউশিঅ-কে নির্দেশনা দেয়া হয়।

০২। তৎপ্রেক্ষিতে মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক সূত্র (৩) মূলের মাধ্যমে বর্ণিত ০৭ জন শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতা (এমপিও) সাময়িকভাবে বন্ধসহ এ যাবৎ গৃহীত অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদানের জন্য ০৭ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে অনুরোধ করা হয়।

০৩। অত:পর উক্ত স্মারক পত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুপার এবং অপর ০৬ জন (মোট ০৭ জন) কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-১৬৯০/২০১৯ দায়ের করা হয়। উক্ত রিট মামলায় গত ০৩.০৩.১৯ খ্রি. তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নিম্নরুপ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদান করা হয়:

Pending hearing of the Rule, let operation of the notice being Memo No. 37.02.0000.107.99.234.17.73 dated 09.01.19 issued under the signature of the respondent No. 5 (Annexure-E), be stayed for a period of 06 (six) months from date in so far as the realization of the MPO portion of salary from petitioners are concerned. However, the respondent authority will be at liberty to proceed against the petitioners for their alleged forgery in accordance with law after issuance of show cause notice upon them.

০৪। উক্ত আদেশে বর্ণিত পত্রের কার্যকারিতা ০৬ (ছয়) মাসের জন্য স্থগিতাদেশ প্রদান করায় সরকার পক্ষ কর্তৃক সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-১১৮২/১৯ দায়ের করা হয়। উক্ত আপীল মামলায় গত ১৯.০৬.১৯ খ্রি. তারিখের আদেশে "মেরিট" না থাকার কারণে আপীল মামলাটি খারিজ করা হয়। আদেশটি নিম্নরুপ:

Heard the learned Deputy Attorney General appearing on behalf of the petitioners and perused the impugned order of the High Courty Division and the other materials on record.

Considering the facts and circumstances of the case, we find no legal infirmity in the impugned order factually and legally calling for interference by this Court.

Accordingly, we find no merit in this petition and the same is dismissed.

০৫। এর ফলে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বহাল আছে। মূল রিট পিটিশন বিচারাধীন থাকায় উক্ত মামলায় সরকার পক্ষে যথাযথ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষে মামলার দফাওয়ারী জবাব, স্বাক্ষরিত ওকালতনামা, অথরাইজেশন লেটার ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সলিসিটর উইং বরাবর গত ২৩.০৬.১৯ খ্রি. তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে সূত্র (৪) মূলে অবহিত করা হয়।

০৬। যেহেতু মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে বর্ণিত স্মারক পত্রের কার্যক্রম ০৬ (ছয়) মাস স্থগিত করায় এবং যেহেতু সরকার পক্ষে দায়ের করা সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-১১৮২/১৯ মামলাটি খারিজ হয়ে গেছে, সেহেতু রিট মামলার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের প্রেক্ষিতে কী করণীয় এবং মূল রিট মামলার দফাওয়ারী জবাব (Affidavit in Opposition) সংশ্লিষ্ট আদালতে দাখিল করা হয়েছে কী-না, হয়ে থাকলে শুনানি হয়েছে কী-না, শুনানি হয়ে থাকলে উহার ফলাফল কী ইত্যাদি বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তর থেকে তথ্য জানা আবশ্যক।

০৭। এক্ষণে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক:

ক. রিট পিটিশন নং-১৬৯০/২০১৯ মামলায় ০৩.০৩.১৯ খ্রি. তারিখের অন্তর্বর্তকালীন আদেশের (সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল মামলা খারিজ হয়ে যাওয়ায়) প্রেক্ষিতে কী করণীয় সে বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তরের সুপারিশ/মতামত গ্রহণ;

খ. মূল রিট পিটিশন মামলায় সরকার পক্ষের জবাব (Affidavit in Opposition) সংশ্লিষ্ট আদালতে দাখিল করা হয়েছে কীনা, হয়ে থাকলে শুনানি হয়েছে কীনা, শুনানি হয়ে থাকলে উহার ফলাফল কী ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদি প্রেরণ।

০৮। এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত মতে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্য আগামী ০৫.০৯.১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

১৯.৮.১৯

(এ.কে.এম শহীদুল্লাহ)
উপসচিব (অডিট ও আইন)
ফোন: ৯৫৭৪০৯০

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ
১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাক(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (আদেশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৩। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি/মাস্টার কপি।